লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন -২০০৭

নির্বাচনী ইশতেহার

স্থান ঃ তারিখ:

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিবারেল পার্টির অংশগ্রহন সম্পর্কে

মুক্ত চিন্তা কর্ম ও ভাল মন্দ বিচারের মধ্য দিয়ে সৃজনশীল জীবন গঠনের প্রত্যাশী প্রতিটি ব্যক্তিসত্তার পূর্ন বিকাশ স্বাধীনতা এবং বহুমাত্রিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে একটি কল্যানকামী, নিশ্চয়তাপ্রদানকারী ও জনগণের সেবকরূপী রাষ্ট্রগঠনের লক্ষ্যে বর্তমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন লিবারেল পার্টি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করতে যাচ্ছে। জনগনের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা নিশ্চয়তা প্রদানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর এ দুটি মৌলিক বিষয়ের প্রভাব তেমন একটা নেই। আমাদের দেশের জনগন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে একটি ভোট প্রদান করাকে গণতন্ত্র বলে জানে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল ও নেতাদের জন্য গণতন্ত্র মানে নির্বাচনী পদ্ধতির আবরনে যে কোন উপায় বিজয়ীর লাইসেন্স নিয়ে যথেচ্ছাচার ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করা। নির্বাচনের সময় জনগন থাকে নির্নায়কের ভূমিকায় আর নির্বাচনের পরে পাঁচ বছরের জন্য তারা পরিণত হয় নীরব দর্শক এবং ক্ষমতাহীন অসহায় ক্রীড়ানকে। জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাতারাতি জাতে উঠে যায় আর জনগন হয়ে পড়ে অছ্যুৎ অস্পৃশ্য । জনগনের কাছে জবাবদিহিতার আদৌ কোন প্রয়োজনতো হয়-ই না বরং তার বাড়ীর সামনে দিয়ে চলতে গিয়েও হাজার বার সালাম ঠুকতে হয়। এই হচ্ছে আমাদের দেশের জনপ্রতিনিধিদের প্রকৃত চরিত্র এবং জনগনের সাথে তাদের সম্পর্ক।

ঐতিহাসিক সামন্ত্র তন্ত্র এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু এটুকুই যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে সামন্ত প্রভু এবং তার পরিবারই গোটা জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রন করতো। জনগণ অবনত মস্তকে তাদের আদেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকতো। বিরোধিতা বা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ছিল না। বর্তমান গণতান্ত্রি ক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সেই শাসন ক্ষমতা ব্যক্তি ও পরিবারের পরিবর্তে স্থানান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক দলের কতিপয় ব্যক্তি, তাদের পরিবার এবং তোষনকারী সুবিধাবাদীদের হাতে। সামন্তপ্রভুরা জনগণকে শাসন করতো বংশানুক্রমিকভাবে আর গণতান্ত্রিক পন্থী সামন্তবাদী চেতনায় বিশ্বাসীরা দেশ শাসন করে জনগণকে ধোকা দিয়ে, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সমর্থন নিয়ে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদকালের জন্য।

তবে সামন্ত প্রভুরা জনগণের নামে ঋণ গ্রহণ করতো না এবং এর দায়ভার সরাসরি তাদের উপর চাপিয়ে দিতো না। কিন্তু নির্বাচিত এই প্রতিনিধিত্ব প্রভুরা জনগণের নামে ঋণ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন না। বরং ঋণের টাকা গোপনে পকেটস্থ করে তার পুরো দায়ভার জনগণের উপর চাপিয়ে

দেয় । জনপ্রতিনিধিদের দুর্বৃত্তায়নের কারনেই মাথাপিছু ৫ হাজার টাকার উপর ঋণের বোঝা নিয়ে আমাদের দেশে প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহন করছে । আমরা এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য একটি তৃতীয় ধারার রাজনৈতিক সূচনা করতে চাই ।

স্বাধীনতার ৩৫ বৎসরে দেশের সার্বিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ আজ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে এই সব সুবিধাভোগীদের কারনে । অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে মাফিয়াচক্র এবং তাদের দোসররা । শৃঙ্খলিত বিচার ব্যবস্থার কারণে জনগণ হতাশ ও হয়রানীর শিকার । শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি অকেজো এবং ধবংসসম্মুখ । তথ্যমাধ্যমগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিণত হয়েছে কসাইখানায় । জেলখানাগুলো ধর্মপুস্তকে বর্নিত দোযখের চেয়েও খারাপ । বৃদ্ধদের জন্য ন্যুনতম রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে না । দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়ার পরেও তাদের রাজনৈতিক অধিকার পর্যূদস্ত । অহরহ নির্যাতিত হচ্ছে নারীরা । সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার ভুলুন্ঠিত । পরিবেশ দুষণ মাত্রাতিরিক্ত । মানবাধিকার লজ্ঘিত হচ্ছে পদে পদে । অথচ গণতন্ত্রের নামে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মায়া কান্নার শেষ নেই । কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জনসমাবেশ এবং মিছিল করে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে কেহ কার্পন্য করছে না । স্বতঃস্ফুর্তভাবে জনগণ মিটিং মিছিলে অংশগ্রহন না করলেও লোক ভাড়া করে শো-ডাউন করতে ঘৃনা বোধ করে না । রাজনৈতিক দলগুলোর এহেন কর্মকান্ডের কারনে সাধারন জনগন রাজনীতি থেকে দুরে সরে যাচ্ছে। পেশাধারী রাজনীতিকরা অপেশাধারী, সুবিধাভোগী ব্যবসায়ীরাও আমলাদের দাপটে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে । রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে ।

কালো টাকা, সন্ত্রাস, দলবদল ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে

আমার মনে হচ্ছে জনগনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, ১৪ কোটি জনগণের মধ্যে মাত্র ৩০০ লোকের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই গোষ্ঠীকে ৫ বছরের জন্য লুটপাটের সুযোগ করে দেয়ার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তবুও দেশের মানুষ আন্তরিক ভাবেই গণতন্ত্র চায় । ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয়ী । দর্শনবিহীন রাজনীতি, রাজনৈতিক দল এবং নেতাদের রাহুগ্রাস থেকে তারা মুক্তি চায় । কিন্তু সঠিক পথের সন্ধান না পাওয়ার কারনে হাবুডুবু খাচ্ছে । আপামর জনগণের মনের এই গোপন কাংখিত ইচ্ছা পুরনের উদ্দেশ্যে এবং দেশপ্রেম ও জনগণের সেবার মহান আদর্শকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত লিবারেল গণতন্ত্রকে বাংলাদেশের বুকে প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তদুপরি একটি অর্থবহ স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের কাংখিত ব্যক্তি সাবাধীনতা ও বহুমাত্রিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করছে ।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ বিজয়ী হলে নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহন করবে ঃ

১। **রাষ্ট্র ব্যবস্থা**

- লিবারেল পার্টি এমন একটি কল্যাণকামী ও নিশ্চয়তা প্রদানকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করবে যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকার পূর্নমাত্রা বিরাজ করবে। এবং সৃষ্টিধর্মী জীবন গঠনে বাধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে না।
- দল গোত্র বা সম্প্রদায়ের জন্য রাষ্ট্র হবে কেবলমাত্র সেবক।
- রাষ্ট্রে মিশ্র পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হবে। যেখানে রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র অলংকারই হবেন না জনগণের পক্ষে তার দায়িত্ব থাকবে।
- রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব এবং জবাবদিহিতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা হবে।
- রাষ্ট্রকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করতে জাতীয় সংসদকে প্রতিনিয়ত জনগণের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।
- অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকার হবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার আওতায় স্বীকৃতি অধিকরের ভিত্তিতে স্বীকৃত ক্ষমতার প্রয়োগে ওয়াদাবদ্ধ।

২। **বিচার বিভাগ**

- আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- অপরাধ তদন্ত বিভাগসহ সকল তদন্তকারী সংস্থাকে বিচার বিভাগের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।
- বিচার বিভাগের জন্য অলাদা কর্মকমিশন ও বেতন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- রাষ্ট্রে দূর্নীতি রোধে দুর্নীতি বিভাগকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে আনা হবে।
- কারাগার সমুহকে সরাসরি বিচার বিচার বিভাগের আওতায় আনা হবে।
- সংসদ সদস্যদের এলাকায় বিভিন্ন বরাদ্দ প্রদান ও উন্নয়ন প্রকল্পে সরাসরি সংযোগ বন্ধ করে তা তদারকির দায়িত্বে আনা হবে যাতে ঐ সকল প্রকল্প ও বরাদ্দের বিষয়ে সংসদের এমন কোন ক্ষমতা থাকবে না যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দল এমন আইন প্রণয়ন করে যা ৫ বছরের অধিককাল ১ জন নাগরিকের জন্যও সমাস্যার সৃষ্টি করে বা তার জীবনকে বাধাগ্রস্থ করে।

৩। **পররাষ্ট্রনীতি**

- যে সকল দেশে লিবারেল পার্টি সমূহ রাস্ট্র পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রাধিকার প্রদান করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের অংশীদার করা হবে।
- জাতিসংঘকে আরো শক্তিশালী করায় ভূমিকা রেখে বিশ্ববাদ প্রতিষ্ঠার দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৪। **প্রতিরক্ষা নীতি**

- প্রতিবেশী দেশসমূহের রাজনৈতিক ও সামরিক নীতি বিশ্লেষন করে যুগোপযোগী প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে।
- বিশ্ব সংস্থায় বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতা ও মর্যাদাকে উন্নীত করতে সামরিক বাহিনীকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির সামর্থনুযায়ী আধুনিকায়ন ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।

৫। **কৃষি নীতি**

- রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কৃষি। আর এ কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনিক বিশ্বের সমান্তরালে নিয়ে আসায় সর্বপ্রথম প্রয়োজন কৃষকের উন্নয়ন ও যথাযথ ভর্তূকি প্রদান।
- কৃষকের জীবন মানের উন্নয়নে তাঁর বাসস্থান, সন্তানের শিক্ষা, পরিবারের চিকিৎসা এবং কৃষি সরঞ্জামের সহজলভ্যতাকে একশভাগ নিশ্চিত করা হবে।
- ভুমিহীন কৃষকদের উন্নয়নে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের আওতায় ভুমিস্বত্ত পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

৬। **শিল্প ও বানিজ্য নীতি**

- আন্তর্জাতিকভাবে প্রণীত "চলমান সহস্রাব্দের মুক্ত বানিজ্য নীতি অণুসরন করা হবে।"
- ব্যক্তি মালিকানায় শিল্প ও বানিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ার নিশ্চয়তা প্রদান হবে তবে ব্যক্তিগত একচেটিয়া মালিকানা বা বানিজ্য পদ্ধতি দমন করা হবে।
- যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার আদৌ কোন সুযোগ নেই এবং প্রতিযোগিতার সুযোগ সন্দেহাতীতভাবে রহিত কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা শিল্প গড়ে তোলা হবে।
- মুক্ত বানিজ্য প্রতিযোগিতায় দেশজ শিল্পকে টিকিয়ে রেখে বিকাশ লাভে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর শুল্ক রহিত করা হবে।

৭। **তথ্য নীতি**

- তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
- পেশাজীবি ও প্রশিক্ষিত সাংবাদিকদের কল্যানে সংবাদপত্র অসাংবাদিক সম্পাদকদের খপ্পরমুক্ত করা হবে।
- সংবাদপত্র দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার উন্নয়নে এবং রাষ্ট্রীয় প্রভাবমুক্ত করতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- তথ্য মাধ্যমে কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা হবে।
- প্রেস কাউন্সিলকে পুর্নাঙ্গ আদালতে রূপান্তর করে বিচার বিভাগের আওতায় আনা হবে।

৮। **শিক্ষা নীতি**

- প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করা হবে।
- বিজ্ঞান ভিত্তিক ও প্রযুক্তিগত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে। এক শিক্ষানীতির আওতায় দেশব্যাপী শিক্ষ পদ্ধতি চালু হবে।
- শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত রাখা হবে।
- ছাত্রদের নেতৃত্ব উন্নয়নে সমাজসেবা মূলক কাজের উদ্যোগকে রাস্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে।

৯। **যুব ও জনশক্তি উন্নয়ন**

- শিক্ষিত বেকার যুবকদের সার্টিফিকেটের বিপরীতে সুদমুক্ত ঋণব্যবস্থা চালূ করা হবে।
- অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের তাৎক্ষনিক অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।
- প্রশিক্ষিত যুবদের কল্যানে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যুবকদের নেতৃত্বে স্থায়ী যুব ব্যাংক ও কল্যাণ ট্রাস্ট্র গড়ে তোলা হবে।
- জনশক্তি রপ্তানীকে দুর্নীতিমুক্ত করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

১০। **শ্রম উন্নয়ন ও শ্রমিক কল্যান**

- শ্রমিকদের চাকুরির নিশ্চয়তা, আবাসন সুবিধা এবং উন্নত পরিবেশের নিশ্চয়তাকে শিল্প বিকাশের শর্তরুপে আরোপ করা হবে ।
- শ্রমিকদের অধিকার, দায়িত্ব ও পুঁজি শিল্পও শ্রমিক পরস্পরের পরিপুরক। কাজেই মালিক ও শ্রমিকের সংগঠিত অবস্থান এবং শিল্প কারখানার মঙ্গলার্থে শ্রমিকদের ও লভ্যাংশের অংশীদার করার ব্যবস্থা করা হবে।
- গার্মেন্টের্স শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, চাকুরিবিধি, যথাযথ পারিশ্রমিক সহ সকল শ্রম সুবিধা নিশ্চিত করা হবে ।

১১। **পরিবেশ উন্নয়ন**

- পরিবেশ উন্নয়নের সাতে প্রজন্মের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিধায় গ্রাম, শহর, বন্দর, নগর, মহানগরে পরিবেশও কালোধোয়া দূষন ও শব্দ দুষন নিয়ন্ত্রন করা হবে কঠোরভাবে এবং আর্সেনিক প্রতিরোধে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- পৌর কর্তৃপক্ষগুলোকে বহাল রাখার শর্তই হবে পরিবেশ উন্নয়ন।

- কলকারখানার কালোধোয়া রাসায়নিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রন করার পাশাপাশি বৃক্ষরোপন বৃদ্ধি করা হবে।

১২। **স্বাস্থ্য নীতি**

- আধুনিক স্বাস্থ্যনীতি প্রণীত হবে, যেন প্রতিটি নাগরিকের কাছে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হয়।
- প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি এবং বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে।

১৩। **সিনিয়র নাগরিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা**

- ৬০ বছরের অধিক সিনিয়র নাগরিকদের যানবাহনের আরোহন, ভ্রমন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন প্রদানের সুবিধা বিনামুল্যে লাভের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- প্রয়োজন মোতাবেক বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থাও নেয়া হবে।

১৪। **নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা**

- সকল রাজনৈতিক দলের যে কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ৪০% ভাগ নারীর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বিচার বিভাগ ও প্রশাসনে মেধার ভিত্তিতে নারীর অবস্থানকে সুসংহত করা হবে।

১৫। **সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা**

- সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হবে।
- আলাদা নির্বাচনী ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুর ভোটে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সংখ্যালঘু সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- জাতীয় সংখ্যালঘু ধর্মীয় সংখ্যালঘু/অভিবাসী/ শরনার্থী আদিবাসী ও উপজাতীয়দের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক লিবারেল সংখ্যালঘু অধিকারের ঘোষনাপত্রের আলোকে পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৬। **সমাজ সেবা ও সমবায় নীতি**

- বাস্তহারাদের পূণর্বাসনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। এজন্য সমাজসেবা বিভাগ ও এনজিওদের কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো হবে।
- হিজরাদের ও প্রতিবন্ধিদের পুনর্বাসনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বাস্তহারদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- অন্যান্য মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে ও এর বাস্তবায়নে রাস্ট্র থাকবে অটল।
- পতিতাদের বেলায় একই পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৭। **জনজীবনের নিরাপত্তা**

- প্রতিটি নাগরিক যাতে মুক্ত মনে নিঃশঙ্ক চিত্তে জীবনে পরিচালনা করতে পারে তার জন্য সন্ত্রাসের মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- মাত্র ৬ মাসের মধ্যে সারা দেশের সন্ত্রাস, রাহাজানী ও দুর্বৃত্ত পরায়নতা ধবংস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- পুলিশসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তর থেকে দুর্নীতির মূল উৎপাটন করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মাফিয়া গোষ্ঠীসহ রাজনৈতিক নেতাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ জনগণের রায় পেলে উপরোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। তবে রাজনৈতিক কর্মসূচী হিসেবে নির্বাচিত না হলেও জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাবে।
উত্তরঃ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে লিবারেল পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের প্রতীক হলো “বৈঠা”। বৈঠা প্রতীকটি যেমন নৌকার গতিপথ নিয়ন্ত্রন করতে মুখ্য ভুমিকা পালন করে থাকে, তেমনি বিধ্বস্ত এ জাতিকে উন্নয়নের আলোর দিগন্তে নিয়ে যেতে “বৈঠা” প্রতীক নিয়ে লিবারেল পার্টি একমাত্র মুখ্য ভুমিকা পালন করতে পারে।

একুশ শতকে সমগ্র বিশ্বরাজনীতি ও উন্নয়নের বাস্তবতায় লিবারেল গণতান্ত্রিক মতাদর্শের যেমন কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব, জনগনের অর্থনৈতিক মুক্তি, ন্যায় বিচার এবং সার্বিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তথা লিবারেল গণতন্ত্রের সে দায়িত্ব পালন করছে লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ। প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য একটি পৃথিবী গড়াই আমাদের লক্ষ্য।

সৃস্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদ।

শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ
লিডার ও প্রেসিডেন্ট

মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী চেয়ারম্যান

আফজালুল হক সিকদার
মহাসচিব